যৌতুক প্রতিষেধ আইন, ১৯৬১

(১৯৬১-র ২৮ নং আইন)

যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ প্রতিষিদ্ধ করণার্থ আইন।

[২০ মে, ১৯৬১]

ভারত সাধারণতন্ত্রের দ্বাদশ বর্ষে সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম, প্রসার ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন যৌতুক প্রতিষেধ আইন, ১৯৬১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, ইহা সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

"যৌতুক"-এর সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, "যৌতুক" বলিতে কোন সম্পত্তিকে বা মূল্যবান প্রতিভূতিকে বুঝাইবে যাহা—

(ক) কোন বিবাহের একপক্ষ কর্তৃক ঐ বিবাহের অপর পক্ষকে ; অথবা

(খ) কোন বিবাহের যেকোন পক্ষের পিতামাতা কর্তৃক বা অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক ঐ বিবাহের যেকোন পক্ষকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে ;

বিবাহে বা বিবাহের পূর্বে, অথবা বিবাহের পরে কোনও সময়ে, উক্ত পক্ষদ্বয়ের বিবাহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বা প্রদত্ত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু উহা, যে ব্যক্তিগণের প্রতি মুসলমান ব্যক্তিগত বিধি (শরিয়ৎ) প্রযুক্ত হয় সেই ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে, দেনমহর বা ম্যহর অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

* * * * * *

ব্যাখ্যা ২।—"মূল্যবান প্রতিভূতি" কথাটির সেই অর্থই হইবে যে অর্থ ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ৩০ ধারায় দেওয়া আছে। ১৮৬০-এর ৪৫।

যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিবার জন্য শাস্তি।

৩। (১) যদি কোন ব্যক্তি, এই আইনের প্রারম্ভের পর, যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করে অথবা প্রদান করিতে বা গ্রহণ করিতে অপসহায়তা করে, তাহা হইলে, সে পাঁচ বৎসরের কম হইবে না এরূপ মেয়াদের কারাবাসে এবং পনর হাজার টাকা অথবা উক্ত

যৌতুকের আর্থিক মূল্য, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা অধিক, তদপেক্ষা কম হইবে না এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে ঃ

তবে, আদালত, পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যাহা রায়ে অভিলিখিত করিতে হইবে, পাঁচ বৎসরের কম মেয়াদের কারাবাসের দণ্ডাদেশ আরোপণ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারার কোন কিছুই—

(ক) সেই উপহার-সামগ্রীর ক্ষেত্রে বা তৎসম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না যাহা বিবাহের সময়ে পাত্রীকে (তৎপক্ষে কোন দাবি না করা হইয়া থাকিলেও) প্রদত্ত হইয়া থাকে ঃ

তবে, এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে রক্ষিত কোন তালিকায় ঐরূপ উপহার-সামগ্রী প্রবিষ্ট করিতে হইবে ;

(খ) সেই উপহার-সামগ্রীর ক্ষেত্রে বা তৎসম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না যাহা বিবাহের সময়ে পাত্রকে (তৎপক্ষে কোন দাবি না করা হইয়া থাকিলেও) প্রদত্ত হইয়া থাকে ঃ

তবে, এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে রক্ষিত কোন তালিকার ঐরূপ উপহার-সামগ্রী প্রবিষ্ট করিতে হইবে ঃ

পরন্তু, যেক্ষেত্রে ঐরূপ উপহার-সামগ্রী পাত্রী কর্তৃক বা তৎপক্ষে অথবা পাত্রীর সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেক্ষেত্রে, ঐরূপ উপহার-সামগ্রী যেন রীতিগত প্রকৃতির হয় এবং উহার মূল্য, যে ব্যক্তি কর্তৃক বা যে ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ উপহার সামগ্রী প্রদত্ত হইয়া থাকে সেই ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যেন অত্যধিক না হয়।

যৌতুক দাবি করিবার জন্য শাস্তি।

৪। যদি কোন ব্যক্তি কোন পাত্রীর অথবা, স্থলবিশেষে, পাত্রের পিতামাতার বা অন্য আত্মীয়ের বা অভিভাবকের নিকট হইতে, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, কোন যৌতুক দাবি করে, তাহা হইলে, সে ছয় মাসের কম হইবে না কিন্তু দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে এবং তৎসহ দশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে ঃ

তবে, আদালত, পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যাহা রায়ে

অভিলিখিত করিতে হইবে, ছয় মাসের কম মেয়াদের কারাবাসের দণ্ডাদেশ আরোপণ করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।

৪ক। যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) কোন সংবাদপত্রে, সাময়িক পত্রে, জারনালে বা অন্য কোন প্রচার মাধ্যমে কোন বিজ্ঞাপনের দ্বারা, তাহার পুত্র বা কন্যা বা অন্য কোন আত্মীয়ের বিবাহের জন্য প্রতিদান স্বরূপ, কোন ব্যবসায়ে বা অন্য স্বার্থে শেয়ারের আকারে, তাহার সম্পত্তির বা কোন অর্থের অথবা উভয়েরই কোন শেয়ার দিবার প্রস্তাব করে,

(খ) (ক) প্রকরণে উল্লিখিত কোন বিজ্ঞাপন মুদ্রিত বা প্রকাশিত বা প্রচারিত করে,

তাহা হইলে, সে ছয় মাসের কম হইবে না কিন্তু পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা পনের হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডনীয় হইবে :

তবে, আদালত, পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণে, যাহা রায়ে অভিলিখিত করিতে হইবে, ছয় মাসের কম মেয়াদের কারাবাসের দণ্ডাদেশ আরোপণ করিতে পারিবেন।

যৌতুক প্রদানের বা গ্রহণের চুক্তি বাতিল হইবে।

৫। যৌতুক প্রদানের বা গ্রহণের যেকোন চুক্তি বাতিল হইবে।

যৌতুক স্ত্রী বা তাহার ওয়ারিশগণের হিতার্থে হইবে।

৬। (১) যেক্ষেত্রে কোন যৌতুক, যে মহিলার বিবাহ সম্পর্কে উহা প্রদত্ত হয়, সেই মহিলা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি সেই মহিলাকে—

(ক) যদি ঐ যৌতুকের প্রাপ্তি বিবাহের পূর্বে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ বিবাহের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ; অথবা

(খ) যদি ঐ যৌতুকের প্রাপ্তি বিবাহের সময়ে বা বিবাহের পরে ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, উহা প্রাপ্তির তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ; অথবা

(গ) যদি ঐ যৌতুকের প্রাপ্তি এরূপ সময়ে ঘটিয়া থাকে, যখন ঐ মহিলা নাবালিকা ছিল, তাহা হইলে, সে আঠার বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে ;

ঐ যৌতুক হস্তান্তর করিবে এবং, ঐরূপ হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত, উহা ঐ মহিলার হিতার্থে ন্যাসরূপে দখলে রাখিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি (১) উপধারার আবশ্যকতা মত কোন সম্পত্তির হস্তান্তর, তজ্জন্য বিনির্দিষ্ট সময়-পরিসীমার মধ্যে, অথবা (৩) উপধারার আবশ্যকতা মত, করিতে না পারে, তাহা হইলে, সে ছয় মাসের কম হইবে না কিন্তু দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা পাঁচ হাজার টাকার কম হইবে না কিন্তু দশ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডনীয় হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী কোন সম্পত্তি পাইবার অধিকারী মহিলা উহা পাইবার পূর্বেই মারা যায় সেক্ষেত্রে ঐ সম্পত্তি তৎসময়ে যে ব্যক্তির দখলে থাকে তাহার নিকট হইতে ঐ মহিলার ওয়ারিশগণ উহা দাবি করিবার অধিকারী হইবে ঃ

তবে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ মহিলা তাহার বিবাহের সাত বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে ব্যতীত অন্যথা, মারা যায়, সে ক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি—

(ক) যদি তাহার কোন সন্তান না থাকে, তাহা হইলে, তাহার পিতামাতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে, অথবা

(খ) যদি তাহার সন্তান থাকে, তাহা হইলে, উক্ত সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং ঐরূপ হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সন্তানদের জন্য ন্যাসরূপে দখলে থাকিবে।

(৩ক) যেক্ষেত্রে (১) উপধারার বা (৩) উপধারার আবশ্যকতা মত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হইবার কারণে (২) উপধারা অনুযায়ী সিদ্ধদোষ হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি, ঐ উপধারা অনুযায়ী সিদ্ধদোষ হইবার পূর্বে, উহা পাইবার অধিকারী মহিলাকে অথবা, স্থলবিশেষে, তাহার ওয়ারিশগণকে, পিতামাতাকে বা সন্তানগণকে ঐরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর না করিয়া থাকে, সেক্ষেত্রে আদালত, ঐ উপধারা অনুযায়ী দণ্ড বিনির্ণীত করিয়া দেওয়ার অতিরিক্ত, লিখিত আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশও প্রদান করিবেন যে, ঐ ব্যক্তি সেই সম্পত্তি ঐ মহিলাকে অথবা, স্থলবিশেষে, তাহার ওয়ারিশগণকে, পিতামাতাকে বা সন্তানগণকে, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ সময়সীমার মধ্যে, হস্তান্তর করিবে এবং যদি ঐ ব্যক্তি ঐরূপ বিনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঐ নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে, ঐ সম্পত্তির মূল্যের সমান

অর্থ-পরিমাণ তাহার নিকট হইতে এইভাবে আদায় করা যাইবে যেন উহা ঐরূপ আদালত কর্তৃক আরোপিত কোন জরিমানা ছিল এবং উহা ঐ মহিলাকে অথবা, স্থলবিশেষে, তাহার ওয়ারিশগণকে, পিতামাতাকে বা সন্তানগণকে প্রদান করা যাইবে।

(৪) এই ধারার অন্তর্ভুক্ত কোন কিছুই ৩ ধারার বা ৪ ধারার বিধানসমূহকে প্রভাবিত করিবে না।

১৯৭৪-এর ২। অপরাধসমূহের প্রগ্রহণ।

৭। (১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এ যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও—

(ক) কোন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা কোন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের অধস্তন কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার করিবেন না;

(খ) কোনও আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ—

(i) স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যতীত বা যে সকল তথ্যের দ্বারা উক্ত অপরাধ গঠিত হয় সেই সকল তথ্যের কোন পুলিস প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যতীত, অথবা

(ii) ঐ অপরাধে ক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি কর্তৃক বা উক্ত ব্যক্তির পিতামাতা বা অন্য আত্মীয় কর্তৃক বা কোন স্বীকৃত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক কৃত কোন নালিশের ভিত্তিতে ব্যতীত।

প্রগ্রহণ করিবেন না;

(গ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধে সিদ্ধদোষ কোন ব্যক্তির উপর এই আইন দ্বারা প্রাধিকৃত যেকোন দণ্ডাদেশ প্রদান করা কোন মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা কোন প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বিধিসম্মত হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপধারার প্রয়োজনার্থে, "স্বীকৃত কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন" বলিতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য-সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে স্বীকৃত কোন সমাজ কল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন বুঝাইবে।

১৯৭৪-এর ২। (২) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩-এর অধ্যায় ৩৬-এর কোন কিছুই এই আইনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না।

(৩) তৎসময় বলবৎ কোনও বিধিতে যাহাই থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, ঐ অপরাধে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিবৃতি

ঐ ব্যক্তিকে এই আইন অনুযায়ী কোন অভিযুক্তি সাপেক্ষ করিবে না।

অপরাধসমূহ কতিপয় প্রয়োজনে প্রগ্রাহ্য হইবে এবং জামিনযোগ্য ও অশমনীয় হইবে।

৮। (১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯৭৩ এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রয়োজনার্থে এইভাবে প্রযুক্ত হইবে যেন ঐগুলি প্রগ্রাহ্য অপরাধ ছিল—

(ক) ঐরূপ অপরাধসমূহের তদন্তের প্রয়োজনার্থে, এবং

(খ) নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজনার্থে—

(i) ঐ সংহিতার ৪২ ধারায় উল্লিখিত বিষয়, এবং

(ii) ওয়ারেণ্ট ভিন্ন বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ভিন্ন কোন ব্যক্তির গ্রেপ্তার।

(২) এই আইনের অধীন প্রত্যেক অপরাধ অ-জামিনযোগ্য এবং অশমনীয় হইবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার।

৮ক। যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ৩ ধারা অনুযায়ী কোন যৌতুক গ্রহণ করিবার জন্য বা উহা গ্রহণ করিতে অপসহায়তা করিবার জন্য, অথবা ৪ ধারা অনুযায়ী যৌতুক দাবি করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ ধারাসমূহের অধীন কোন অপরাধ সে করে নাই ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাহার উপরেই রহিবে।

যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিক।

৮খ। (১) রাজ্যসরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ সংখ্যক যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং যে সকল এলাকা সম্পর্কে তাঁহারা এই আইন অনুযায়ী তাঁহাদের ক্ষেত্রাধিকার ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন সেই সকল এলাকা বিনির্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিক নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কৃত্য প্রয়োগ ও সম্পাদন করিবেন, যথা :—

(ক) এই আইনের বিধানাবলী যেন পালিত হয় তদ্‌বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ;

(খ) যৌতুক গ্রহণ বা উহা গ্রহণে অপসহায়তা বা উহার দাবি, যতদূর সম্ভব, নিবারণ করা ;

(গ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে এরূপ ব্যক্তিগণের অভিযুক্তির জন্য যেরূপ আবশ্যক হইবে সেরূপ সাক্ষ্য একত্র করা ; এবং

(ঘ) যেরূপ অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ রাজ্যসরকার কর্তৃক

তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট হইবে অথবা এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীতে বিনির্দিষ্ট হইবে তৎসমূহ সম্পাদন করা।

(৩) রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ প্রজ্ঞাপনে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, কোন পুলিস আধিকারিকের সেরূপ ক্ষমতাসমূহ যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিককে অর্পণ করিতে পারিবেন, যিনি এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে সেরূপ পরিসীমা ও শর্তাবলী সাপেক্ষে উক্ত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন।

(৪) রাজ্যসরকার, যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিকগণকে এই আইন অনুযায়ী তাঁহাদের কৃত্যসমূহের সুদক্ষ সম্পাদনে উপদেশ প্রদানের ও সহায়তা করিবার প্রয়োজনার্থে, একটি উপদেষ্টা পর্ষদ নিযুক্ত করিতে পারিবেন যাহা উক্ত যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিক যে এলাকা সম্পর্কে (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন সেই এলাকা হইতে অনধিক পাঁচজন সমাজ কল্যাণ কর্মী (যাঁহাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দুইজন হইবেন মহিলা) লইয়া গঠিত হইবে।

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

৯। (১) কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা—

(ক) যে ফরমে ও প্রণালীতে এবং যে যে ব্যক্তির দ্বারা, ৩ ধারার (২) উপধারায় উল্লিখিত উপহার-সামগ্রার কোন তালিকা রক্ষিত হইবে তজ্জন্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্য সকল বিষয়ের জন্য, এবং

(খ) এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে পন্থা ও কার্যের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রত্যেক সদনের সমক্ষে, উহার সত্র চলিতে থাকাকালে সর্বমোট ত্রিশ দিন সময়সীমার জন্য স্থাপিত হইবে, যে সময়সীমা এক সত্রের অথবা দুই বা ততোধিক আনুক্রমিক সত্রের অন্তর্গত হইতে পারে, এবং যদি, পূর্বোক্ত সত্রের বা আনুক্রমিক সত্রসমূহের অব্যবহিত পরবর্তী সত্রের অবসানের পূর্বে উভয় সদন ঐ নিয়মের কোন সংপরিবর্তন করিতে একমত হন অথবা উভয় সদন একমত হন যে ঐ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত নহে,

তাহা হইলে, তৎপরে ঐ নিয়ম কেবল ঐরূপ সংপরিবর্তিত আকারে কার্যকর হইবে বা, স্থলবিশেষে, আদৌ কার্যকর হইবে না, তবে এমনভাবে যে ঐরূপ কোন সংপরিবর্তন বা রদকরণ ঐ নিয়ম অনুযায়ী পূর্বে কৃত কোন কিছুরই সিদ্ধতা ক্ষুণ্ণ করিবে না।

রাজ্য সরকারের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১০। (১) রাজ্যসরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ, এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ নিয়মাবলী দ্বারা, নিম্নলিখিত সকল বা যেকোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) ৮খ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিকগণ কর্তৃক যে অতিরিক্ত কৃত্যসমূহ সম্পাদ্য হইবে ;

(খ) ৮খ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী কোন যৌতুক প্রতিষেধ আধিকারিক যেসকল পরিসীমা ও শর্ত সাপেক্ষে তদীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমণ্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

———